বাংলাভাষায় লোকপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার সমস্যা

অশোক মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্তসার

১৮৪০-এর দশক থেকে অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লোকপ্রিয় প্রবন্ধ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয়ে এক সমৃদ্ধশালী বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্ম দেন। পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানের উপর দার্শনিক প্রবন্ধ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ বিষয়ে নানা স্বাদের প্রবন্ধ, ইত্যাদি রচনা করে এই কাজ আরও এগিয়ে দেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে এই কাজটি নানা ভাবে ব্যাহত হয়। দুই ধরনের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা এই বাধা দানের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। এক, ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজিতে বিজ্ঞান সাহিত্য পাঠের প্রতি বীতরাগ বৃদ্ধি; দুই, পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃত ভাষার উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্ভরতা।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি ভাষার চর্চা আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। প্রারম্ভিক ও আনুষঙ্গিক কিছু অসুবিধার কথা বাদ দিলে এটা আমাদের আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান দর্শন পাঠ ও নির্মাণের পক্ষে একটা অনুকূল হাতিয়ার হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু এক নকল স্বদেশিয়ানার নামে ইংরেজি বর্জন বা নিদেন পক্ষে তার গুরুত্ব হরণ করতে গিয়ে আমরা উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগসূত্র হিসাবে এই মাধ্যমটিকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছি। পরিণামে সেই সব চিন্তার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এমন লেখকের সংখ্যা কমে গেছে। আর যাঁদের তা ছিল, তাঁরা অধিকাংশই তাঁদের অধীত বিদ্যাকে বাংলায় স্থানান্তরিত করতে তেমন আগ্রহী হননি।

পরিভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত থেকে বহু জায়গায় যথোপযুক্ত শব্দ পেলেও সমগ্রভাবে দুরকম সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এক, ইংরেজিতে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক শব্দের মানে পরিষ্কার না থাকার ফলে শব্দ চয়নে ভুল হয়েছে। দুই, আধুনিক বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে তুলে আনার বিপরীত মানস ক্রিয়ায় অনেকের ধারণা হয়েছে—শব্দগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের প্রমাণ। এর থেকে পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে।

এই দুই সমস্যার ফলে বাংলা লোকপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যে অনেক সময়ই বিজ্ঞানের যাথাযথ্য রক্ষিত হয় না। প্রাচীন ভারতের এক অন্ধ স্তুতি তার একটা অন্যতম কার্যক্রম হয়ে ওঠে।

বর্তমানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চিন্তাকে প্রসারিত করতে হলে এই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার।